11356 - ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ বিষয়াবলী

প্রশ্ন

ইহরাম অবস্থায় মুহরিমকে কোন কোন বিষয় থেকে বিরত থাকতে হবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

ইহরামের নিষিদ্ধ বিষয়াবলী: ইহরামের কারণে ব্যক্তিকে যে বিষয়গুলো থেকে বিরত থাকতে হয়। যেমন:

১. মাথার চুল মুণ্ডন করা। দলিল হচ্ছে আল্লাহ তাআলার বাণী: "আর তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত মাথা মুণ্ডন করবে না, যতক্ষণ না কোরবানীর পশু যথাস্থানে পৌঁছে যাবে।"[সূরা বাকারা, আয়াত: ১৯৬] আলেমগণ মাথার চুলের সাথে শরীরের সমস্ত পশমকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অনুরূপভাবে নখ কাটা ও ছোট করাকেও এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

২. ইহরাম বাঁধার পর সুগন্ধি ব্যবহার করা; কাপড়ে হোক কিংবা শরীরে হোক; খাবারদাবারে হোক কিংবা গোসলের সামগ্রীতে হোক কিংবা অন্য যে কোন কিছুতে হোক। অর্থাৎ ইহরাম অবস্থায় সুগন্ধি ব্যবহার করা হারাম। দলিল হচ্ছে- যে ব্যক্তিকে একটি উট পায়ের নীচে চাপা দিয়ে মেরে ফেলেছে সে ব্যক্তি সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: "তাকে পানি ও বরই পাতা দিয়ে গোসল দাও। দুই কাপড়ে তাকে কাফন দাও। তার মাথা ঢাকবে না। তাকে হানুত দিবে না"। হানুত হচ্ছে- এক জাতীয় সুগন্ধির মিশ্রণ যা মৃত ব্যক্তির গায়ে লাগানো হয়।

৩. সহবাস করা: দলিল হচ্ছে আল্লাহর বাণী: "অর্থ- হজ্বের নির্দিষ্ট কয়েকটি মাস আছে। যে ব্যক্তি সেসব মাসে নিজের উপর হজ্ব অবধারিত করে নেয় সে হজ্বের সময় কোন যৌনাচার করবে না, কোন গুনাহ করবে না এবং ঝগড়া করবে না।"[সূরা বাকারা, আয়াত ২: ১৯৭]

৪. উত্তেজনাসহ স্ত্রীকে ছোঁয়া। যেহেতু এটি আল্লাহ তাআলার বাণী: فَلَا رَفَثَ (অর্থ- যৌনাচার নেই) এর অধীনে পড়বে। কারণ মুহরিম ব্যক্তির জন্য বিয়ে করা কিংবা বিয়ের প্রস্তাব দেয়া জায়েয নেই। সুতরাং ছোঁয়া জায়েয না হওয়াটা আরও স্বাভাবিক।

৫. কোন শিকার হত্যা করা। দলিল আল্লাহ তাআলার বাণী: "অর্থ- হে ঈমানদারগণ, তোমরা ইহরাম অবস্থায় শিকার বধ করো না"[সূরা মায়েদা, আয়াত: ৯৫] গাছ কর্তন করা মুহরিম ব্যক্তির জন্য হারাম নয়; তবে মক্কার হারামের সীমানার

ভতেররে কোন গাছ হলে হারাম হবে এবং সটেি মুহরমি ব্যক্তি, মুহরমি নয় এমন ব্যক্তি- সবার জন্য হারাম। তাই আরাফার মাঠে মুহরমি ব্যক্তরি জন্যওে গাছ উপড়ানো জায়যে। কারণ গাছ কর্তনরে বষিয়টি হারাম এলাকার সাথে সম্পৃক্ত; ইহরামরে সাথে নয়।

৬. ইহরাম অবস্থায় পুরুষরে জন্য খাস নষিদ্ধি বষিয়াবলীর মধ্যে রয়ছেে- জামা, টুপি, পায়জামা, পাগড়ি ও মোজা পরধিান করা। দললি হচ্ছে- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যখন জজ্ঞিসে করা হয়ছেে মুহরমি কী পরধিান করবে; তখন তনিি বলনে: "মুহরমি ব্যক্তি জামা, টুপি, পায়জামা, পাগড়ি ও মোজা পরধিান করবে না। তবে যে ব্যক্তরি পরার মত লুঙ্গি নইে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে পায়জামা পরার অনুমতি দয়িছেনে এবং যার জুতা নইে তাকে মোজা পরার অনুমতি দয়িছেনে।

আলমেগণ এ পাঁচটি পরধিয়েকে একত্রে 'مخيط' (মাখতি অর্থ- সলোইকৃত) বলে থাকনে। অনকে সাধারণ মানুষ مخيط (সলোইকৃত) বলতে যে পোশাকে خياطة (সলোই) আছে সটো বুঝে থাকে; আসলে বষিয়টি এমন নয়। বরং এর দ্বারা আলমেগণ উদ্দশ্যে করে থাকনে এমন পোশাক যা মানুষরে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গরে অবয়ব অনুযায়ী কটেে তরৈী করা হয়ছেে; যমেন- জামা, পায়জামা। এটাই তাদরে উদ্দশ্যে। তাইতো কোন মুহরমি যদি তালি দয়িো চাদর পরধিান করে কংিবা তালি দয়িো লুঙ্গি পরধিান করে তাতে কোন অসুবধিা নইে। অথচ তনিি যদি সলোইবহিীন জামা পরধিান করে সটো হারাম হবে।

৭. ইহরাম অবস্থায় নারীদরে জন্য খাস নষিদ্ধি বষিয়াবলীর মধ্যে রয়ছেে- নকোব। নকোব হচ্ছে এমনভাবে মুখ ঢাকা যাতে চোখ দুটো ছাড়া আর কছিু দখো যায় না। অনুরূপভাবে স্কার্ফ পরাও নষিদ্ধি। ইহরাম অবস্থায় নারীগণ নকোব বা স্কার্ফ পরবে না। নারীর মুখ খোলা রাখা শরয়িতসঙ্গত। তবে বগোনা পুরুষরে পাশ দয়িে অতক্রিমকালে মুখ ঢকেে নবি; যে কাপড় দয়িে মুখ ঢাকবে সটো যদি মুখ স্পর্শ করে তাতে কোন অসুবধিা নইে।

যে ব্যক্তি ভুলে গয়িে, কংিবা অজ্ঞতাবশতঃ কংিবা জোরজবরদস্তরি শকিার হয়ে এ নষিদ্ধি কাজগুলোর কোনটতিে লপ্তি হয় তাহলে তার উপর কোন দায় বর্তাবে না। দললি হচ্ছে আল্লাহর বাণী: "কোন বষিয়ে তোমাদরে বচ্যিুতি ঘটে গলেে তাতে কোন গুনাহ নইে, তবে আন্তরকি ইচ্ছাসহ হলে ভন্নি কথা।[সূরা আহযাব, আয়াত: ৫] শকিার বধ করা ইহরাম অবস্থায় একটি নষিদ্ধি কাজ; সে সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলছেনে: "মুমনিগণ, তোমেরা ইহরাম অবস্থায় শকিার বধ করো না। তোমাদরেমধ্যে যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে শকিার বধ করবতোর উপর বনিমিয় ওয়াজবি হবে, যা সমান হবে ঐজন্তুরযে জন্তুকে সে বধ করছে।"[সূরা মায়দো, আয়াত: ৯৫] এ দললিগুলো থকেে জানা যায় য, যে ব্যক্তি ভুলক্রমে কংিবা অজ্ঞতাবশতঃ এ নষিদ্ধি কাজগুলোতে লপ্তি হবে তার উপর কোন দায় বর্তাবে না।

অনুরূপভাবে কাউকে যদি জবরদস্তি করে এর কোনটকিে লপ্তি করানো হয় তার উপরও কোন দায় বর্তাবে না। দললি হচ্ছে আল্লাহর বাণী: "যারা ঈমান আনার পর কুফরি করছে; -তবে যাকে কুফরি করতে জবরদস্তি করা হয়ছেে, অথচ তার অন্তর

ঈমানে ভরপুর সে নয়- কিন্তু যে ব্যক্তি কুফুরির জন্য হৃদয়রে দুয়ার খুলে দিয়িছে; তাদরে উপর আল্লাহর গযব; তাদরে জন্যে রয়ছে মহা শাস্তি।"[সূরা নাহল, আয়াত: ১০৬] কাউকে জবরদস্তি করে কুফুরি করালে যদি এ বধিান হয় কুফুরির চয়েে নম্নি ক্ষত্রেে তো অবশ্য এ বধিান প্রযোজ্য।

তবে বস্মিৃত হয়ে যে ব্যক্তি কোন নষিদ্ধি বষিয়ে লপ্তি হয়ছে সে স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে তা থকেে বরিত হবে। অনুরূপভাবে অজ্ঞ ব্যক্তি জানার সাথে সাথে নষিদ্ধি বষিয় থকেে বরিত হওয়া তার উপর ফরজ। একইভাবে জোরজবরদস্তি থকেে মুক্ত হওয়ার সাথে সাথে সে ব্যক্তরি নষিদ্ধি বষিয় থকেে বরিত থাকা ফরজ। উদাহরণতঃ কোন মুহরমি যদি ভুলক্রমে মাথা ঢকেে ফলেে স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে সে মাথা থকেে সে আবরণ দূর করবে। কউে যদি সুগন্ধযিুক্ত কছিু দয়িে তার হাত পরস্কিার করে স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে হাত ধুয়ে সে সুগন্ধি দূর করা তার উপর ফরজ।